২২-০৭-১৬ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – বেগার থেকে প্রিন্স হওয়ার আধার হল পবিত্রতা, পবিত্র হলেই পবিত্র দুনিয়ার রাজ্য প্রাপ্ত হবে |"

প্রশ্ন : এই পাঠশালার কোন্ পাঠ তোমাদেরকে মনুষ্য থেকে দেবতা বানিয়ে দেয় ?

উত্তর : তোমরা এই পাঠশালাতে রোজ এই পাঠই পড়ো যে আমরা হলাম শরীর নয় আত্মা | আত্মা অভিমানী হওয়ার কারণে তোমরা মনুষ্য থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাও | এই সময় সকল মনুষ্য মাত্রই হল পুজারী অর্থাৎ পতিত, দেহ-অভিমানী, তাই পতিত-পাবন বাবাকে ডাকতে থাকে |

গীত : ছেড়ে দাও আকাশ সিংহাসন(আকাশ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসো) ...

ওম শান্তি | বাচ্চারা জানে যে এই ওম শান্তি কে বলেছে ? কোন্ বাচ্চা ? আত্মারা জানে যে ওম শান্তি কার আত্মা বলেছে ? পরমপিতা পরমাত্মা বলেছে | বাচ্চারা জানে যে মনুষ্যের আত্মা বলেনি, এটা পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলেছে | তিনি হলেন সকলের বাবা উচ্চ থেকেও উচু | এখন গীতাতে শুনেছ যে ভারতে মায়ার ছায়া পড়ে আছে | অনেক পতিত হয়ে গেছে সেইজন্যই ডাকে যে পতিত পাবন আবার এসো পবিত্র বানাও | আত্মাই ডাকে নিজেদের বাবাকে, যাকে ভগবান বলা হয় | বলে তিনিই হলেন পতিত-পাবন | একেরই মহিমা হয় | তিনি হলেন সকল আত্মাদের বেহদের বাবা | এখানে সকলে পতিত হয়ে গেছে তাই ডাকতে থাকে – হে পরমপিতা পরমাত্মা | তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগরও, আবার পতিত-পাবনও | তিনিই হলেন পিতাও আবার শিক্ষকও কারণ তিনি জ্ঞানের সাগরও আবার ওয়ার্ল্ড অথরিটিও | সকল বেদ, শাস্ত্র , গ্রন্থকে জানেন | তাঁকে বলাই হয় নলেজফুল | তো এই সময় সকলে পারলৌকিক বাবাকে ডাকে কারণ সকলে হলো দুঃখী | বলে – গড ফাদার | তাঁর নামও তো প্রয়োজন | তিনি হলেন শিববাবা | তিনি হলেন উচ্চ থেকে উচ্চ জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর, শান্তির সাগর | এই মনুষ্য আত্মা বাবার মহিমা করে | উচ্চ থেকে উচ্চ আত্মা হলো কার ? পরমপিতা পরমাত্মার | তিনি হলেন পরম, পতিত মানুষ তাঁকে স্মরণ করে | সত্যযুগে যখন পবিত্র ভারত ছিলো, দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো তখন কোনো পতিত ছিলো না | এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া অর্থাৎ এই দুনিয়াতে যে সকল মনুষ্য থাকে সকলে হলো পাপ আত্মা | এই ভারতই পবিত্র ছিলো, এই ভারতই পতিত হয়ে গেছে | এখানে কলিযুগে সকলে হলো পতিত | তোমরা জানো জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন পরমপিতা পরমাত্মা পরমধাম থেকে এসে আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা পড়ায় | অবশই তাঁর শরীরের তো প্রয়োজন হবে | এই সব কথা কোনো শাস্ত্রে নেই | জ্ঞানের সাগর যিনি হলেন অথরিটি তিনিই সব কিছু জানেন | ভারতে চিত্রও দেখানো হয় বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়, তার হাতে শস্ত্র দেয় | এখন বিষ্ণু কোনো সব শাস্ত্রের সার শোনায় না | পরমপিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর ব্রহ্মার দ্বারা সব শাস্ত্রের সার বোঝান | ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করেরও তিনিই হলেন রচয়িতা | ব্রহ্মাকে বা বিষ্ণুকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না | শঙ্করের তো কথাই ছেড়ে দাও | এখন জ্ঞানের সাগর কে ? নিরাকার উচ্চ থেকে উচ্চ পরমাত্মা পতিত-পাবন | এই মহিমা হলো সেই পরমপিতা পরমাত্মার | এখানেও আত্মারই

মহিমা হয় | আত্মাই শরীরের দ্বারা বলে – আমি হলাম প্রেসিডেন্ট, আমি হলাম ব্যারিস্টার, আমি হলাম অমুক মিনিষ্টার | আত্মাই পদ প্রাপ্ত করে | শরীরের দ্বারা আত্মা বলে আমি এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় নিই | এই সময় যখন বাবা আসেন , বলে বাচ্চারা আত্মা-অভিমানী হও | আমি তোমাদের বাবা এসেছি – তোমাদের এই পাঠ পড়াতে | এটা হলো পাঠশালা – মনুষ্য থেকে দেবতা, নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হওয়ার | বাবাকে সকল আত্মারা ডাকে হে পরমপিতা পরমাত্মা ... এখন নিরাকারী দুনিয়া থেকে সকারী দুনিয়াতে এসো | রূপ বদলে দাও | তোমরা নিরাকারী আত্মারা তো যখন শরীরে আসো তখন গর্ভে আসো, পুনর্জন্ম নাও | বাবা বোঝায় – তোমরা ৮৪ জন্ম গর্ভে নিয়েছ | এক শরীর ছেড়ে তারপর গর্ভে যাও, এই রকম করে ৮৪ জন্ম নাও | আমি তো গর্ভে আসি না | ভারতবাসীরা আসলে দেবী দেবতা ধর্মের ছিল | তারপর সিড়ি নিচে নেমে এসেছ, ক্ষত্রিয়বর্ণে তারপর বৈশ্য, শূদ্রবর্ণে কলা কম হতে থাকে | ভারত ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল তারপরে ১৪ কলা হয়েছে| ভারতবাসীরা নিজেদের জন্মকে জানে না | ৮৪ জন্ম ভারতবাসীরাই নেয় | আর কোনো ধর্ম ৮৪ জন্ম নেয় না | তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছ, এটা হল জ্ঞানের কথা | স্বদর্শন চক্রধারী হওয়ার কারণে তোমরা চক্রবর্তী মহারাজা হয়ে যাও স্বর্গের | তোমরা ভালো ভাবে জানো আমরা এখানে এসেছি পতিত থেকে পাবন হতে | এটা হল পতিত দুনিয়া | পতিত-পাবন সকলের সত্গতি দাতা হলেন এক-- বাবা | সকলে তাঁকে ডাকে | বাবাকে স্মরণ করে, কৃষ্ণকে নয় | কৃষ্ণ গীতা শোনায়নি | গীতা হল সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি | ভারতের গীতা কোন ধর্মের শাস্ত্র ? আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের | কে গীতার গান করেছে ? রাজযোগ কে শিখিয়েছে ? পরমপিতা পরমাত্মা পতিত-পাবন বাবা| তো তোমাদের আত্মা যে নিরাকার ছিল, সে এখন এই সাকার শরীর ধারণ করেছে | সাকার মনুষ্যকে কখনো ভগবান বলা হয় না | যদিও সত্যযুগে লক্ষ্মী -নারায়ণ আছে তা সত্ত্বেও ভগবান বলা হবে না | এটা তো উপাধি (টাইটেল) দেওয়া হয় | নিয়ম অনুসারে ভগবান হলেন এক | ক্রিয়েট ইস ওয়ান | বাকি সকলে হল দেবতা | ৫ হাজার বছরের কথা | এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো, এদের মহারাজা মহারানী বলা হতো | ভগবান মহারাজা হয় না | সে তো বাবা-ই যিনি এসে ভারতবাসীদের দেবী-দেবতা বানায় | এখন তো দেবী-দেবতা ধর্মের কেউ নেই | একে বলা হয় রাবণ সম্প্রদায় কারণ এখন হলো রাবন রাজ্য | রাবণকে বছর-বছর জ্বালাতে থাকে কারণ এ হলো পুরানো শত্রু কিন্তু এটা ভারতবাসীরা জানে না | শাস্ত্রেও বর্ণন নেই যে রাবন কে | রাবণের ১০ মাথা কেন দেখানো হয়েছে | এই সব কথা ভালো ভাবে বুঝতে হবে | মনুষ্য তো হলো একেবারে পাথরবুদ্ধি | প্রসিদ্ধি এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ইত্যাদিকে বলা হবে | পারসনাথ, পারসনাথনীর রাজ্য ছিলো | যথা রাজারানী তথা প্রজা | ভারতের মতো সুখ খন্ড আর কোনোটা হয় না | যখন ভারতে স্বর্গ ছিলো তখন কোনো অসুখ, দুঃখ রোগ ছিলো না | সম্পূর্ণ সুখ ছিলো | প্রসিদ্ধ আছে – ঈশ্বরের মহিমা হল অপরমঅপার | সেই রকমই ভারতের মহিমাও হলো অপরমঅপার | সম্পূর্ণ গুরুত্ব হলো পবিত্রতার ওপরে | ডাকেও এমন করে, সকলে হলো পতিত | শান্তি নেই, প্রস্পারিটি নেই | এখন তোমরা বুঝেছ – আমরা ভারতবাসীরা সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিলাম তারপর ধীরে-ধীরে পতিত হয়েছি | একে বলা হয় মৃত্যুলোক | এতে আগুন লাগবে | এটা হলো শিব জ্ঞান যজ্ঞ , রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও বলা হয় | মানুষ নাম তো অনেক রেখে দেয় | যেখানেই শিবের মূর্তি দেখে, তো তার ভিন্ন-ভিন্ন নাম রেখে দেয় | একেরই অনেক নাম মন্দির বানায় | তো বাবা বসে বোঝায় – জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য | এখন ভক্তি পুরো হয়, তোমাদের ভক্তির থেকে বৈরাগ্য হয় অর্থাৎ এই পুরনো দনিয়া থেকে বৈরাগ্য হয় | এই পুরনো দুনিয়ার বিনাশ হতে হবে | বাচ্চারা ডাকে বাবা আমরা পতিত থেকে পাবন কেমন করে হবো | কেউ নতুন এলে অনুমতি দেওয়া হয় না | যেমন কলেজে নতুন কেউ গিয়ে বসলে কিছুই

বুঝতে পারবে না আর কেউ জানেই না যে মনুষ্য থেকে দেবতা কেমন করে হচ্ছ | মনুষ্য যারা পতিত ছিলো তারাই পাবন হয় | এই সময় ভারত হল বেগার | সত্যযুগে ভারত প্রিন্স ছিলো | শ্রীকৃষ্ণ সত্যযুগে প্রথম নাম্বারে প্রিন্স ছিলো | তার মধ্যে সব গুণ আছে | রাজ্য লক্ষী-নারায়নের বলা হবে | কৃষ্ণ তো প্রিন্স ছিল, রাধা প্রিন্সেস ছিলো | কৃষ্ণ প্রিন্সেরই মহিমার কীর্তিত আছে – সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ ..... | সে কোনো গীতা শোনায়নি | সে তো সত্যযুগের প্রিন্স ছিল | সে পতিত মনুষ্যকে পাবন বানানোর জন্যে গীতা পাঠ শুনিয়েছে – এটা হতে পারে না | এই সব শাস্ত্র হলো ভক্তিমার্গের | কতো শাস্ত্রের মহিমা আছে | সত্যযুগে ভক্তিমার্গের কোনো শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি হয় না| ওখানে তো জ্ঞানের প্রালোব্ধ হয় – ২১ জন্মের জন্যে | আবার সত্যযুগের রাজ্যভাগ্য নিচ্ছো | ভারতবাসী সত্যযুগে ৫ হাজার বছর আগে বিশ্বের মালিক ছিলো আর কোনো পার্টিশন ইত্যাদি ছিলো না | ৫ হাজার বছরের কথা | এখন হলো কলিযুগের অন্ত | বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে | ভগবান এই জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করেছেন | পতিত কলিযুগকে পাবন সত্যযুগ বানানোর জন্যে, তো অবশ্যই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হবে | প্রসিদ্ধিও আছে ব্রহ্মার দ্বারা আদি-সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করায় | তিনি তো হলেন প্রজাপিতা, তাঁর হল সকলে সন্তান | অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারাই স্বর্গের স্থাপনা হয়েছিল | "আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেও আমি সঙ্গমে এসেছিলাম – তোমাদের এই রাজযোগ শেখানোর জন্য | কৃষ্ণ নয়, আমি এসেছিলাম" | কৃষ্ণ পতিত দুনিয়াতে আসতে পারে না | বাবাই আসেন | তিনিই হলেন সকলের সত্গতি দাতা | মানুষ মানুষকে সত্গতি দিতে পারে না | স্মরণও সকলে এককেই করে | পরমপিতা পরমাত্মা কোথায় থাকে ? তোমরা বাচ্চারা জানো পরমধামে থাকেন| ওটা হলো ব্রহ্ম মহাতত্ব| ওখানে আত্মারা হলো পবিত্র, যেমন মহাত্মা হন | এখানেও মহান আত্মা, পতিত আত্মা বলে না | বাস্তবে এখানে মহান আত্মা একজনও নেই | আত্মাকেই পবিত্র সতেপ্রধান হতে হবে, জ্ঞান আর যোগের দ্বারা নাকি জলের দ্বারা | আত্মাই পতিত হয়েছে | আত্মার মধ্যেই খাদ পড়ে | আত্মাই গোল্ডেন, সিলভার, কপার, আয়রন হয় | এখন আত্মারা যারা পতিত ছিলো তাদের পাবন কে বানাবে ! পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ বানাতে পারবে না | বাবাই বসে বোঝায় – মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে | যত স্মরণ করবে ততো পতিত থেকে পাবন হবে | পরিশ্রম হল এতেই | জ্ঞান তো সব বুদ্ধিতে আছে | এই চক্র কেমন করে আবর্তিত হয়, আমরা ৮৪ জন্ম কেমন করে নিই | সত্যযুগে কত সময় রাজ্য চলে, তারপর রাবণ কেমন করে আসে ! রাবন কে ! এটাও কেউ জানে না | কখন থেকে রাবনকে জ্বালিয়ে এসেছো | এটাও কেউ জানে না| প্রতি বছর জ্বালায় | সত্যযুগে তো জ্বালাবে না | এখন হল রাবণ রাজ্য | রাম রাজ্য তো কেউ স্থাপনা করতে পারে না | এটা তো হলো বাবারই কাজ | পতিত মানুষ তো করতে পারে না | ও তো সব বিনাশ হয়ে যাবে | পতিত দুনিয়াই বিনাশ হবে | সত্যযুগে একজনও এমনটা বলবে না যে হে পতিত পাবন আস | ওটা তো হলো পতিত দুনিয়া | তোমরা এখন জানো যে এই লক্ষী-নারায়ণকে এই রকম স্বর্গের মালিক কে বানিয়েছে | তারপর এরা ৮৪ জন্ম কেমন করে নেয় | আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের যারা তারাই ৮৪ জন্ম নিয়েছে | তারাই এই সময় সুদ্র বংশী হয়েছে | এখন আবার ব্রাহ্মণ বংশী হও | এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ চটি (সর্বউচ্চ)| ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ | এখন তোমরা হলে শিববাবারও সন্তান | নাতি নাতনিও | তোমরা হলে শিব বংশী তারপর ব্রহ্মাকুমার-কুমারী | উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় দাদার (ঠাকুরদা) থেকে | বাবা বলে – আমাকে নিরন্তর স্মরণ করো | পবিত্র হও তাহলে তোমরা আমার কাছে মুক্তিধামে এসে যাবে | এই সব কথা সে-ই বুঝবে যে আগের কল্পে বুঝেছে | সে তো হাজার হাজার আছে | কেউ জিজ্ঞেস করে, কত বি,কে আছে ? বলো, হাজারের আন্দাজে আছে | এই দেবী ঝাড়ের বৃদ্ধি হতেই থাকে | এখন আবার

স্যাপ্লিং লাগছে – আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের কারণ দেবতা ধর্ম নেই | সকলে নিজেদেরকে হিন্দু বলতে থাকে | অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে | তারপরে সকলে বরে হয়ে আসবে, এসে বাবার থেকে বর্ষা নেবে | তোমরা এসেছ বেহদের বাবার থেকে বেহদের সুখের বর্ষা পেতে অর্থাৎ মনুষ্য থেকে দেবতা হতে | আচ্ছা – মিষ্টি-মিষ্টি সিখিলাধে বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা আর গুড মর্নিং | রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার |

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) পতিত থেকে পাবন হওয়ার জন্যে জ্ঞান আর যোগে মজবুত হতে হবে | আত্মার মধ্যে যে খাদ পড়েছে তাকে স্মরণের পরিশ্রমের দ্বারা বের করতে হবে |

২) আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ চটি (সর্বোচ্চ) এই নেশাতে থাকতে হবে | ব্রাহ্মণরাই হল বর্ষার অধিকারী কারণ তারা হল শিববাবার পৌত্র |

বরদান :- নিজেদের সম্পূর্ণ স্টেজের দ্বারা সর্ব প্রকারের অধীনতা সমাপ্ত করতে পারলে প্রকৃতি জীত ভব!

যখন তোমরা নিজেদের সম্পূর্ণ স্টেজে স্থিত হবে তখন প্রকৃতির ওপরেও বিজয় অর্থাৎ অধিকারের অনুভব হবে | সম্পূর্ণ স্টেজে কোনো প্রকারের অধীনতা থাকে না | কিন্তু এমন সম্পূর্ণ স্টেজ বানানোর জন্যে তিনটি কথা সাথে-সাথে দরকার :- ১.রুহানিয়ত, ২.রুহাব আর ৩.রেহেমদিল এর গুণ | যখন এই তিনটি কথা প্রত্যক্ষ রূপে, স্থিতিতে, চেহারায় বা কর্মে দেখা দেবে তখন বলা হবে অধিকারী বা প্রকৃতি জীৎ আত্মা |

স্লোগান : শ্রীমতের লাগাম মজবুত হলে মন রূপী ঘোড়া দিশাহীনভাবে ছুটতে পারবে না |